ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ: জিতল কে?

.....সিরাজুল ইসলাম।

সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে সামরিক সংঘর্ষ হয়ে গেল। এ সংঘর্ষকে একেবারেই সীমিত বলা বোধ করি সমীচীন হবে না কারণ সংঘর্ষে ভারতের দুটি বিমান ভূপাতিত হয়েছে এবং একজন পাইলট আটক হয়েছিলেন। পরে অবশ্য আটক পাইলট অভিনন্দন বর্তমান মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে, ভারত দাবি করেছে, তারা পাকিস্তানের একটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। অবশ্য, পাকিস্তান বলছে তাদের কোনো বিমান খোয়া যায় নি। বাইরের লোকজনের অনেকেই বলেছেন, পাকিস্তানের বিমান ভূপাতিত করার যে ছবি দেখিয়েছে ভারত- তা পুরনো। যাইহোক, সেটা ভিন্ন বিতর্ক। সাম্প্রতিক এই সংঘর্ষের আপাতত অবসান হয়েছে তবে সংঘর্ষে কারা জিতল আর কারা হারল তা নিয়ে একটা হিসাব-নিকাশ ও কৌতুহল জনমানুষের মধ্যে রয়েছে। এ বিষয় নিয়ে স্বল্প পরিসরে একটা বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করছি এই নিবন্ধে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ শেষ হলেও দু দেশ এখনো সতর্কাবস্থায় রয়েছে। পাকিস্তান ঘোষণা দিয়েছে- ভারতের নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাক বাহিনীকে সতর্কাবস্থায় রাখা হবে। এখানেই প্রশ্ন- কেন? ভারতের নির্বাচনের সঙ্গে পাক বাহিনীর সতর্ক থাকার প্রশ্ন কেন আসছে? তাহলে কী সাম্প্রতিক সংঘর্ষ এবং আরো পেছনে গিয়ে দেখলে পুরো ঘটনার সঙ্গে ভারতের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন তথা লোকসভা নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক আছে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কিন্তু তাই-ই বলছেন। ভারতে লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। আগামী ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ এবং সাত ধাপে ভোটগ্রহণ শেষে ২৩ সমে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। উপমহাদেশের রাজনীতিতে ‘আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ’ করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল অনেকটাই পুরনো ও বহুল চর্চিত। সমালোচকরা বলছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই কৌশল অবলম্বন করেছেন। এর সপক্ষে কোনো কোনো বিশ্লেষক এমন তথ্যই হাজির করছেন। তারা বলছেন, পাঁচ বছর আগে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় যেতে পারলে দুই কোটি লোকের কর্মসংস্থান করবেন, ক্ষমতায় বসার ১০০ দিনের মধ্যে সমস্ত কালো অর্থ দেশে ফেরত আনবেন এবং কৃষকদের পণ্যের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক মূল্য নির্ধারণ করবেন। জনগণ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল এবং দলটি গত তিন দশকের ইতিহাস ভেঙে বিপুল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসে। কিন্তু পাঁচ বছরে পার হলেও বিজেপি ভারতের জনগণের কাছে দেয়া অনেক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারে নি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেক কমে গেলেও ভারতে তেল এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে। অনেক কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে অথবা ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। প্রইশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতায় মোদির জন্য ভোটের মাঠ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এছাড়া, ফ্রান্স থেকে রাফায়েল যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে প্রচলতি দামের চেয়ে তিনগুণ অর্থ খরচের যে চুক্তি করেছে তা নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে নাকাল মোদি সরকার। এই ইস্যু দেশটিতে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বড় ইস্যু হয়ে উঠছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে সামিরক উত্তেজনা ও পরবর্তীতে আগেভাগেই পাকিস্তানের ভেতরে বিমান হামলার প্রচেষ্টা তার ভোটের মাঠের সে খরা দূর করেছে। ফলে মোদির জন্য নির্বাচনের মাঠ আবার সরস হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের ভেতরে ভারতের বিমান হামলার সফলতা ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ভিন্ন মত ও তথ্য-প্রমাণ থাকলেও ভারতের বেশিরভাগ জনগণ ওসব তথ্য-প্রমাণে কান দিতে চান না। পাকিস্তানের বালাকোটে ভারত যে বিমান হামলা চালিয়েছে সে সম্পর্কে মিডলবারি ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ইস্ট এশিয়া নন প্রলিফারেশন প্রজেক্টের পরিচালক জেফরি লুইস বলছেন- “হাই-রেজুলেশনের ইমেজ এমন কোনো প্রমাণ দিচ্ছে না যে, সেখানে কোনো ভবনের কাঠামো ধ্বংস হয়েছে।” জেফরি স্যাটেলাইট ইমেজ, বোমা বর্ষণের স্থান এবং সিস্টেম নিয়ে ১৫ বছর ধরে গবেষণা করছেন। অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতা বেশ প্রলম্বিত। কিন্তু ভারতের বেশিরভাগ জনগণ জেফরির এসব তথ্য-বিশ্লেষণে কান দিতে রাজি নন। তারা দেখতে ও শুনতে চান যে, ভারতীয় বিমানের হামলায় পাকিস্তানের যারপরনাই ক্ষতি হয়েছে! ফলে ভারতের বিমান বাহিনীর হামলায় পাকিস্তানের ভেতরে বালাকোটে সন্ত্রাসীদের সব আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে ভারতের সরকার ও গণমাধ্যম যে দাবি করছে সেটাই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে নরেন্দ্র মোদি নতুন করে ভোটারদের কাছে ‘হিরো’। তিনি গত পাঁচ বছর ধরে অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলেও ভোটারদের কাছে এখনো তিনি হিরো। নির্বাচন ও ভোটের মাঠ তার জন্য এখন অনেক উর্বর। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি যতই বলুন ‘চৌকিদার চোর হ্যায়’ তাতে খুব বেশি লাভ হবে বলে মনে হয় না। এই হিসাবে নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে জিতে গেছেন। রাজনীতির খেলায় তিনি ভালোভাবে জিতেছেন। এ কারণে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি বা তার দল বিজেপি বিপুল ভোটে জিততে পারে। কিন্তু একথা সত্যি, মোদি জিতলেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারত জিতবে না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বিজয়ের জন্য ‘শান্তি বাবুর’ বিজয় প্রয়োজন।

অন্যদিক থেকে আবার পাকিস্তানও জিতেছে। কাশ্মিরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সিআরপিএফ’র ৪৪ সদস্য নিহত হওয়ার পরপরই ভারত পাকিস্তানকে দোষারোপ করে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কল্যাণে সে ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। তাতে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, ঘটনার দায়-দায়িত্ব পাকিস্তানের। পাক প্রধানমন্ত্রী ঘটনার তদন্তে ভারতকে সহায়তার প্রস্তাব দিলেও দিল্লি তা গ্রহণ করতে চায় নি। প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান কূটনৈতিক দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও ভারত পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে দেশটির ভেতরে বিমান হামলা চালাতে যায়। পাকিস্তানি বিমানের ধাওয়া খেয়ে ভারতীয় বিমান যেনতেন করে বোমা ফেলে ফিরে গেলেও পরদিন কিন্তু আর তা হয় নি। ঠিকই মেরে বসে পাকিস্তান। পাকিস্তানের দাবি মতে ভারতের দুটি বিমান ভূপাতিত করে পাক বাহিনী। পাশাপাশি একজন পাইলটকে আটক করে। প্রথম দিকে বিমান ও পাইলট হারানোর কথা অস্বীকার করলেও ভারত এক পর্যায়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তাদের এইকজন পাইলট নিখোঁজ রয়েছেন। পরে পাকিস্তান সেই পাইলটের ভিডিও দেখায় এবং এত তীব্র উত্তেজনার মাঝে পাইলটকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেয়। কূটনীতির হিসাব-নিকাশে এটা ছিল পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বড় হিসাবি চাল। তিনি সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেন এবং মানবতাবাদী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি আরো ঘোষণা করেন- “আমরা যুদ্ধ চাই না; শান্তি চাই।” ইমরান খানের এই পদক্ষেপে রাতারাতি তিনি বনে যান শান্তির নায়কে। তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যান লাখো মানুষ...উচ্চারিত হতে থাকে ইমরান খানের জন্য শান্তিতে নোবেল দেয়ার দাবি। শুধু তাই নয়- আরো এক ধাপ এগিয়ে মার্কিন প্রত্রিকা ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর ইমরান খানকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে ‘মনোনীত’ করেও ফেলে। পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ড চারজনের একটি তালিকা করে যাতে ইমরান খানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান মার্কিন নির্মিত এফ-১৬ বিমান ব্যবহার করেছে বলে ভারত অভিযোগ তোলে। পাকিস্তান অভিযোগ অস্বীকার করে এবং আমেরিকা বিষয়টি তদন্ত করবে বলে ঘোষণা দেয়। এর কারণ হচ্ছে এফ-১৬ বিমান কেনার সময় ভারত আপত্তি জানিয়েছিল এবং সে আপত্তির মুখে আমেরিকা নাকি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যে, ভারতের বিরুদ্ধে এ বিমান ব্যবহার করা যাবে না। পরে অবশ্য আমেরিকা আর এগোয়নি। এছাড়া, উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে খবর বের হয় যে, এফ-১৬ বিমান কেনার সময় চুক্তিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় নি। সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানের পক্ষে আরব লীগের বিবৃতিও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভারতের পক্ষে তেমন কোনো দেশ বা সংস্থা এমন বিবৃতি দেয় নি। সর্বোপরী, পুলওয়ামার সন্ত্রাসী হামলার যে ঘটনা এত উত্তেজনা ছড়ালো, সামরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করল তার পেছনে রয়েছে কাশ্মির ইস্যু। কাশ্মির ইস্যুতে ভারত বরাবরই ব্যাকফুটে। কারণ সেই কয়েক দশক আগে জাতিসংঘ প্রস্তাব পাস করে দিয়েছে যে, গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মির সমস্যার সমাধান করতে হবে কিন্তু ভারত সেই গণভোটের আয়োজন করে নি আজও। ফলে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারত দুর্বল অবস্থানে। এই সামগ্রীক বিশ্লেষণে কূটনৈতিক দিকে দিয়ে ভারতের সঙ্গে সাম্পতিক ‌উত্তেজনায় পাকিস্তানের অবস্থান উঁচ্চে। আর সামরিক দিকে দিয়ে তো বিজয়ী বটেই। কারণ ভারতের দুটি বিমান ভূপাতিত করেছে আবার পাইলট আটক করেছে পাকিস্তান যা ভারতের জন্য বড় রকমের মনোকষ্টের কারণ। পাক সেনাদের এই তৎপরতার কারণে পাকিস্তান বেশ বড় গলায় ভারতকে পাল্টা হুমকি দিয়েছে- ভারত যদি একটা ক্ষেপণাস্ত্র মারে তাহলে পাকিস্তান মারবে তিনটি। পাকিস্তানের সে চ্যালেঞ্জ নিতে পারে নি ভারত। দিল্লি একথা খুব ভালো করেই জানে, পুরো সমর শক্তিতে পাকিস্তান পিছিয়ে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা এগিয়ে। কারণ ভারতের বিশাল সামরিক শক্তি মোতায়েন রাখতে হবে চীন সীমান্তে। সেও আরেক বড় পরমাণু শক্তির অধিকারী দেশ এবং বড় শত্রু। মূলত চীনের কারণে ভারত তার পুরো শক্তি নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। আবার যে পাকিস্তানকে মোকাবেলা করা হবে সে পাকিস্তানও পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান। এসব পীড়াদায় হিসাব ভারতকে মাথায় রাখতে হয়।

যদিও সাম্পতিক সংঘর্ষে পাকিস্তান অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে তবে পাকিস্তানের জন্য এই উত্তেজনা ক্ষতি ডেকে আনবে। কারণ সামরিক ব্যয় বাড়ানোর প্রশ্ন আসবে অনিবার্যভাবে যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্ট করবে। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক ডনের তথ্য মতে- ১৯৯১ সালে পাকিস্তানের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে শতকরা ১৭ ভাগ বিস্তৃত ছিল কিন্তু ২০১৭ সালে এসে ভারতের অর্থনীতি পাকিস্তানের চেয়ে স্ফীত হয়েছে শতকরা ১২ ভাগ। ক্ষমতায় এসে ইমরান খান অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাতে পানি ঢালতে পারে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি। যদি তেমনটি হয় তাহলে পাক অর্থনীতি আরো গতিহীন হবে; যুদ্ধে সাময়িক বিজয় অর্জন করলেও টেকসই বিজয় অর্জন সম্ভব হবে না।#